০৪-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – ওস্তাদ বাবা তোমাদেরকে দেবতা হওয়ার কৌশল শিখিয়েছেন। এরপর তোমরাও শ্রীমৎ অনুসারে অন্যদেরকে দেবতা বানানোর সেবা করো।

প্রশ্নঃ- বাচ্চারা তোমরা এখন কোন্ শ্রেষ্ঠ কর্ম করছ, যার রেওয়াজ ভক্তিতে চলে আসে?

উত্তরঃ- তোমরা এখন তোমাদের তন-মন-ধন কেবল ভারতের কল্যাণের জন্যই নয়, বিশ্বের কল্যাণের জন্য অর্পণ করছ। এই জন্যই ভক্তিতে মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে। এর পরিবর্তে তারা পরবর্তী জন্ম রাজ পরিবারে পায়। আর তোমরা বাচ্চারা সঙ্গমযুগে বাবার সহযোগী হওয়ার জন্য মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও।

গীতঃ- তোমার নিশীথ কেটেছে শয়নে, দিবস কেটেছে ভোজনে...

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান। বাচ্চারা যখন বুঝে যায় তখন তারা অন্যদেরকে বোঝায়। নিজে না বুঝলে অন্যকে বোঝাতে পারবে না। যদি নিজে বুঝতে পেরেও অন্যকে বোঝাতে পারে না, তাহলে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। কেউ কোনো কৌশল শিখে গেলে সেটা প্রচার করে। মানুষ থেকে দেবতা কিভাবে বানাতে হয় সেই কৌশল ওস্তাদ বাবার কাছ থেকেই শেখা যায়। দেবতাদের ছবিও রয়েছে। মানুষকে দেবতা বানানো হয় - অর্থাৎ এখন সেই দেবতারা নেই। দেবতাদের গুণের গায়ন করা হয়। কোনো মানুষের এইভাবে গুণগান করা হয় না। মানুষ মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের গুণগান করে। হয়তো সন্ন্যাসীরাও পবিত্র থাকে, কিন্তু মানুষ তাদের ঐভাবে গুণগান করে না। সন্ন্যাসীরা শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়। দেবতারা তো কিছুই শোনায়নি। ওরা কেবল প্রাপ্তি ভোগ করে। আগের জন্মে পুরুষার্থ করে মানুষ থেকে দেবতা হয়েছিল। তাই সন্ন্যাসীদের কারোর মধ্যেই দেবতাদের মতো গুণ নেই। যখন গুণ নেই, তাহলে নিশ্চয়ই খারাপ গুণ আছে। সত্যযুগে এই ভারতেই রাজা-রানী এবং প্রজা সকলেই সর্বগুণে সম্পন্ন ছিল। ওদের মধ্যে সকল গুণ ছিল। ওই দেবতাদের-ই গুণগান করা হয়। সেই সময়ে অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। সত্যযুগে ছিল গুণবান দেবতা, আর কলিযুগে রয়েছে খারাপ গুণ সম্পন্ন মানুষ। এইরকম খারাপ গুণ সম্পন্ন মানুষদেরকে দেবতা কে বানাবে? মানুষ থেকে দেবতা বানানোর গায়ন আছে। এই গায়ন তো পরমপিতা পরমাত্মার জন্য। দেবতারাও মানুষ। কিন্তু ওদের মধ্যে গুণ রয়েছে। আর এদের মধ্যে খারাপ গুণ রয়েছে। বাবার কাছ থেকে গুণ প্রাপ্ত হয়। তাঁকে সদগুরুও বলা হয়। মায়ারূপী রাবণের কাছ থেকে অবগুণ প্রাপ্ত হয়। এত গুণবান মানুষ কিভাবে খারাপ গুণ সম্পন্ন হয়ে যায়? সর্বগুণে সম্পন্ন কে বানায়, তারপর খারাপ গুণ সম্পন্ন কে বানায়? এইসব তোমার বাচ্চারাই জানো। গান করে - আমার মতো খারাপ গুণ সম্পন্ন মানুষের মধ্যে কোনো গুণ নেই। দেবতাদের কত গুণগান করে। বর্তমানে তো কারোর মধ্যেই ঐরকম গুণ নেই। খাওয়া-দাওয়া সবকিছুই কত নোংরা। দেবতারা হল বৈষ্ণব সম্প্রদায়। আর বর্তমান মানুষ হল রাবণ সম্প্রদায়। খাওয়া-দাওয়া কত বদলে গেছে। কেবল পোশাক-পরিচ্ছদ নয়, খাওয়া-দাওয়া এবং বিকারিপনাও লক্ষণীয়। স্বয়ং বাবা বলছেন, আমাকে ভারতেই আসতে হয়। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের দ্বারা স্থাপন করাই। এটা তো ব্রাহ্মণদেরই যজ্ঞ, তাই না? ওই বিকারী ব্রাহ্মণরা তো বিকারের দ্বারা উৎপন্ন। এই ব্রাহ্মণরা হল মুখ বংশাবলী। তাই অনেক তফাৎ। দুনিয়ায় ধনবান ব্যক্তিরা যে যজ্ঞ রচনা করে তাতে লৌকিক ব্রাহ্মণরা থাকে। এই বেহদের

বাবা হলেন ধনবানের থেকেও ধনী, রাজাদের রাজা। কেন তাকে ধনবানের থেকেও ধনী বলা হয়? কারণ ধনবানরাও বলে, আমাকে ঈশ্বর সম্পদ দিয়েছে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করলে পরবর্তী জন্মে ধনী হয়। এখন তোমরা শিববাবাকে তন-মন-ধন সবকিছু অর্পণ করছ। তাই অনেক উঁচু পদ পাও। যেহেতু শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা এত শ্রেষ্ঠ কর্ম করা শিখছ, তাই তোমরা নিশ্চয়ই এর ফল পাবে। তন-মন-ধন সবকিছু তোমরা অর্পণ করছ। ওরাও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই করে, কিন্তু কাউকে মাধ্যম করে। ভারতেই এই রেওয়াজ রয়েছে। বাবা তোমাদেরকে অনেক ভাল কর্ম করা শেখাচ্ছেন। এই কর্তব্য তোমরা কেবল ভারত নয়, সমগ্র দুনিয়ার কল্যাণের জন্য করছ। তাই এর পরিবর্তে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও। যে শ্রীমৎ অনুসারে যেমন কর্ম করে, সে সেইরকম ফল পায়। আমি কেবল সাক্ষী হয়ে দেখি যে, কে কে শ্রীমৎ অনুসারে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সেবা করছে। জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। যে শ্রীমৎ অনুসারে চলে, সে-ই হল ব্রাহ্মণ। বাবা বলেন, ব্রাহ্মণদের দ্বারা শূদ্রদেরকে রাজযোগ শেখাই। এটা ৫ হাজার বছরের ব্যাপার। ভারতেই দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। ছবি দেখাতে হবে। ছবি না দেখালে ভাববে, না জানি এরা কোন নুতন ধর্ম, হয়তো বিদেশ থেকে এসেছে। ছবি দেখালে বুঝবে যে এরা দেবতাদেরকে মানে। বোঝাতে হবে যে শ্রী নারায়ণের অন্তিম ৮৪তম জন্মে পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেছেন এবং রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তাই কৃষ্ণের বিষয় খণ্ডিত হয়ে যাবে। এটা হল তার ৮৪তম জন্মেরও অন্তিম জন্ম। যে সূর্যবংশী দেবতা ছিল, তাদেরকে এসে পুনরায় রাজযোগ শিখতে হবে। ড্রামা অনুসারে তারা অবশ্যই পুরুষার্থ করবে। তোমরা বাচ্চারা এখন সম্মুখে বসে শুনছ। অন্যান্য বাচ্চারা পরে এই টেপের মাধ্যমে শুনবে এবং বুঝবে যে আমরাও মাতা-পিতার মতো দেবতা হচ্ছি। বর্তমানে ৮৪তম জন্মে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবশ্যই হতে হবে। বাবার কাছে আত্মা তার সবকিছু সমর্পণ করে দেয়। এই শরীরটা হল অশ্ব, যেটা স্বাহা হয়ে যায়। আত্মা স্বয়ং বলে যে, আমি বাবার হয়েছি। অন্য কারোর নয়। আমি আত্মা, এই শরীর দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে সেবা করছি। বাবা বলেন, যোগ শেখাও এবং সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয় সেটাও বোঝাও। যে সম্পূর্ণ চক্র অতিক্রম করেছে, সে-ই এটা ঝট করে বুঝতে পারবে। যে এই চক্রের মধ্যে আসবে না, সে বুঝবে না। এমন তো নয় যে সমগ্র সৃষ্টি-ই আসবে। এর মধ্যে অনেক প্রজাও থাকবে। রাজা-রানী তো একজন হয়। যেমন একজন লক্ষ্মী-নারায়ণ, একজন রাম-সীতার গায়ন রয়েছে। প্রিন্স-প্রিন্সেস তো অনেকজন থাকবে। কিন্তু মুখ্য তো একজনই হবে। তাই এইরকম রাজা-রানী হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। সাক্ষী হয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, এই আত্মা ধনী রাজ পরিবারের এবং এই আত্মা গরিব পবিবারের। কেউ কেউ কত বিচিত্র ভাবে মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে ছেড়ে চলে যায়। মায়া একেবারে চিবিয়ে খেয়ে নেয়। তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন, সর্বদা খুশিতে আছ? রাজি আছ? মায়ার থাপ্পড় খেয়ে বেহুঁশ কিংবা অসুস্থ হয়ে যাওনি তো? এইরকম ভাবে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে বাচ্চারা তাকে জ্ঞান-যোগের সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে সুস্থ করে তোলে। জ্ঞান এবং যোগ না করার জন্য মায়া সর্বনাশ করে দেয়। শ্রীমৎ ত্যাগ করে নিজের মত অনুসারে চলতে শুরু করে। মায়া একেবারে বেহুঁশ করে দেয়। বাস্তবে সঞ্জীবনী বুটি হল জ্ঞান, যার দ্বারা অচৈতন্য অবস্থা দূরীভূত হয়। এইসব এই সময়ের কথা। তোমরাই হলে সীতা। রাম এসে মায়ারূপী রাবণের হাত থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেন। যেভাবে সিন্ধ প্রদেশে বাচ্চাদেরকে মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু রাবণ পুনরায় চুরি করে নেয়। এখন তোমাদেরকেই সবাইকে মায়ার কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। মায়া যেভাবে থাপ্পড় মেরে বাচ্চাদের বুদ্ধি একদম বিপরীত করে দেয়, সেটা দেখে বাবার করুণা হয়। রামের দিক থেকে বুদ্ধি ঘুরিয়ে রাবণের দিকে করে দেয়। এইরকম একটা খেলনা আছে। একদিকে রাম আর একদিকে রাবণ। আশ্চর্যজনক ভাবে

বাবার বাচ্চা হল, এবং তারপর রাবণের হয়ে গেল। মায়া খুবই চতুর। ইঁদুরের মতো কামড় দিয়ে খাবারকে খারাপ করে দেয়। তাই কখনো শ্রীমৎকে ত্যাগ করা উচিত নয়। এটা খুব কঠিন পড়া। নিজের মত মানে রাবণের মত। সেই মত অনুসারে চললে অনেক বিষম খাবে। অনেকেই বদনাম করে দেয়। সব সেন্টারেই এইরকম বাচ্চা আছে। কিন্তু তাতে নিজেরই লোকসান হয়। যারা সার্ভিস করে, সেই জ্ঞানী যোগী বাচ্চারা কখনো লুক্কায়িত থাকে না। দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এই কার্যে সবাই নিজের ভূমিকা অবশ্যই পালন করবে। জোরে দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা করলে নিজেরই কল্যাণ হবে। কল্যাণ অর্থাৎ একেবারে স্বর্গের মালিক। যেমন মা-বাবা যদি উঁচু পদাধিকারী হয়, তাহলে বাচ্চাদেরও সেইরকম হওয়া উচিত। বাবাকে ফলো করতে হবে। নাহলে নিজের পদ কম হয়ে যাবে। বাবা এইসব ছবিগুলো রেখে দেওয়ার জন্য বানাননি। এইগুলো দিয়ে অনেক সেবা করতে হবে। বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির বানায়, কিন্তু কেউই জানে না যে এরা কবে এসেছিল। এরা ভারতকে কিভাবে সুখী বানিয়েছিল যে সকলেই তাদেরকে স্মরণ করে। তোমরা জানো যে, কেবল দিলবালা শিববাবার মন্দির বানানো উচিত। তিনি একাই যথেষ্ট। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের দ্বারা কি হবে? ওরা তো কল্যাণকারী নয়। শিবের মন্দির বানালেও তার সম্মন্ধে কিছুই জানে না। তাঁর অক্যুপেশন জানে না। মন্দির বানানো সত্ত্বেও যদি তার অক্যুপেশন সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে তাহলে আর কি বলা যাবে। স্বর্গে যখন দেবতারা ছিল, তখন কোনো মন্দির ছিল না। যারা মন্দির বানায়, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ কবে এসেছিলেন? তারা কি সুখ প্রদান করেছিলেন? কিছুই বলতে পারবে না। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, যারা খারাপ গুণ সম্পন্ন, তারা গুণবানদের মন্দির বানায়। তাই বাচ্চাদের সার্ভিসের প্রতি অনেক শখ থাকা উচিত। বাবার সেবার প্রতি অনেক শখ আছে। তাই জন্যই তো সেইরকম ছবি বানিয়েছেন। যদিও শিববাবা-ই ছবি বানান, কিন্তু দুইজনেরই বুদ্ধি কাজ করে। আচ্ছা!
মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস - ২৮-০৬-৬৮
এখানে যারা বসে আছে, তারা সবাই বোঝে যে আমরা হলাম আত্মা এবং আমাদের বাবা বসে আছেন। একেই বলা হয় আত্ম-অভিমানী হয়ে বসা। সবাই এইভাবে বসে নেই যে আমি হলাম আত্মা, এবং আমি বাবার সামনে বসে আছি। এখন বাবা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাই সবাই মনোযোগ দেবে। এইরকম অনেকেই আছে যাদের বুদ্ধি বাইরের দিকে চলে যায়। এখানে বসে থাকা সত্ত্বেও তাদের কান যেন বন্ধ আছে। বুদ্ধি বাইরের দিকে কোথাও না কোথাও ছুটতে থাকে। যেসব বাচ্চারা বাবার স্মরণে বসে আছে, তারা উপার্জন করছে। কিন্তু অনেকের বুদ্ধিযোগ বাইরের দিকে থাকে। ওরা যাত্রা করছে না। টাইম ওয়েস্ট হয়। বাবাকে দেখলেই তো শিববাবার কথা মনে পড়ে যাবে। সবকিছুই পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। কারোর কারোর অভ্যাস একেবারে পাকা হয়ে যায়। আমি হলাম আত্মা, শরীর নয়। বাবা হলেন নলেজফুল। তাই বাচ্চাদের মধ্যেও নলেজ এসে যায়। এখন ফেরত যেতে হবে। চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে, এখন পুরুষার্থ করতে হবে। অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে, আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে। পরীক্ষার সময়ে খুব পুরুষার্থ করবে। বুঝবে যে, পুরুষার্থ না করলে আমি অনুত্তীর্ণ হয়ে যাব। পদও অনেক কম হয়ে যাবে। বাচ্চারা তো পুরুষার্থ করছে। দেহ অভিমানের জন্য বিকর্ম হয়ে যায়। এর জন্য একশ গুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ আমার

নিন্দা করা হয়। এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয় যাতে বাবার বদনাম হয়। তাই জন্য গায়ন আছে, সদগুরুর নিন্দুক ঠৌর পাবে না। ঠৌর মানে বাদশাহী। এখানে বাবা-ই পড়ান। অন্য কোনো সৎসঙ্গে এম অবজেক্ট নেই। এটা হল আমাদের রাজযোগ। অন্য কেউই এইভাবে বলতে পারবে না যে আমি রাজযোগ শেখাই। ওরা তো মনে করে যে শান্তিতেই সুখ আছে। কিন্তু ওখানে তো সুখ-দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই। কেবল শান্তি আর শান্তি। তখন বোঝা যায় যে ওর ভাগ্যেই কম প্রাপ্তি আছে। তার ভাগ্যই সবার থেকে ভাল, যে প্রথম থেকে ভূমিকা পালন করছে। ওখানে তাদের এই জ্ঞান থাকে না। ওখানে তো কোনো সংকল্পই চলবে না। বাচ্চারা জানে যে আমরা সবাই অবতরণ করি। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে আসি। এটা একটা ড্রামা। আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করি। বাবা বসে এইসব রহস্য বোঝান। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় সুখ থাকে। অন্তরে খুশি থাকে। তাই দেহী-অভিমানী বলা হয়। বাবা বোঝান যে, তোমরা হলে স্টুডেন্ট। তোমরা জানো যে আমরা দেবতা অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হব। কেবল দেবতা নয়, আমরা বিশ্বের মালিক হব। এইরকম অবস্থা তখনই স্থায়ী হবে, যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সেটা অবশ্যই হবে। তোমরা বোঝ যে আমরা ঈশ্বরীয় পবিবারের সদস্য। স্বর্গের বাদশাহী অবশ্যই পাব। যে যত বেশি সার্ভিস করে, অনেকের কল্যাণ করে, সে অবশ্যই উঁচু পদ পাবে। বাবা বুঝিয়েছেন, এখানেই এই যোগের সভা আয়োজন করা সম্ভব। বাইরে সেন্টারে এইরকম হওয়া সম্ভব নয়। ভোরবেলা চারটার সময়ে এসে নিয়ম অনুসারে বসা - ওখানে এটা কিভাবে সম্ভব? সম্ভব নয়। হয়তো সেন্টার নিবাসীরা বসতে পারে। ভুল করেও বাইরের কাউকে বলা উচিত নয়। বর্তমান সময় সেইরকম নয়। এই নিয়মটা এখানেই প্রযোজ্য। কারণ ঘরের মধ্যেই রয়েছে। ওখানে তো বাইরে থেকে আসতে হয়। বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ হওয়া চাই। আমরা হলাম আত্মা। এটা হল অকাল-তখত। অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা হলাম ভাই-ভাই। ভাইয়ের সাথে কথা বলি। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা, শুভরাত্রি এবং নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) জ্ঞান-যোগের সঞ্জীবনী বুটি দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কখনো নিজের মত অনুসারে চলা উচিত নয়।

২) জ্ঞানী-যোগী হয়ে সার্ভিস করতে হবে। মাতা-পিতাকে ফলো করে সিংহাসনে বসতে হবে।

বরদান:- দিব্যবুদ্ধি এবং রুহানি দৃষ্টির বরদান দ্বারা নম্বর ওয়ান হতে সক্ষম শ্রেষ্ট পুরুষার্থী হও

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাই জন্ম থেকেই দিব্যবুদ্ধি এবং রুহানি দৃষ্টির বরদান পেয়ে যায়। এই বরদান-ই হল ব্রাহ্মণ জীবনের ভিত্তি। এই দুটি বিষয়ের ওপরেই সঙ্গমযুগের পুরুষার্থীদের নম্বর তৈরি হয়। প্রত্যেক সংকল্প, বচন এবং কর্মে যে যত বেশি এগুলোকে ব্যবহার করে, সে তত আগে নম্বর নেয়। রুহানি দৃষ্টির দ্বারা বৃত্তি এবং কৃতি স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তন হয়ে যায়। দিব্যবুদ্ধির দ্বারা যথাযথ নির্ণয় করলে স্বয়ং, সেবা, সম্মন্ধ-সম্পর্ক সবকিছুই যথাযথ শক্তিশালী হয়ে যায়।

স্লোগান:- চেহারায় আত্মিক ভাবের ঝলক তখনই আসবে, যখন সঙ্কল্প, বচন এবং কর্মে পবিত্রতার ধারণা হবে।